গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশিবাজার, ঢাকা-১২১১।
www.prison.gov.bd

কারাগারের বিভিন্ন সমস্যা এবং উহার সম্ভাব্য সমাধানের জন্য কারা উপ মহাপরিদর্শকগণের সমন্বয়ে Zoom Apps এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মোমিনুর রহমান মামুন, এমবিবিএস,এমপিএইচ, এমফিল কারা মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ, ঢাকা
তারিখ ও সময়	:	২৫ জানুয়ারি ২০২১, সকাল ১০:০০ টা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-'ক'
সঞ্চালক	:	মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, কারা উপমহাপরিদর্শক (সদর দপ্তর), কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত সকল কারা উপ মহাপরিদর্শক, সিনিয়র জেল সুপার, জেল সুপার, জেলার এবং কারা অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে কারা মহাপরিদর্শক সভার কার্যক্রম শুরু করেন। স্বাগত ভাষণে কারা মহাপরিদর্শক বলেন কারা অধিদপ্তরে যোগদানের পর থেকে আমি ধারাবাহিকভাবে আপনাদের সাথে কথা বলছি। আপনারা আন্তরিকভাবে কাজ করছেন। আমি চাই এই বাহিনীকে একটি সম্মানজনক জায়গায় নিতে। অধিকাংশ জায়গায় দেখছি যে সিনিয়র জেল সুপার, জেল সুপার এবং জেলার এর মধ্যে যে সৌহার্দ থাকা উচিৎ তা থাকছে না। একই কারাগারে ২ জন কর্মকর্তা থাকে সেখানে যদি সৌহার্দ না থাকে সেখানে ৩য় পক্ষ এর সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করবে। আমরা এই বাহিনী থেকে বেতন ভাতাদি নিচ্ছি। এই বাহিনীর সম্মান রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। সবাই যদি একত্রে কাজ করি তাহলে উন্নতি হবেই । যারা এই সংগঠনের ভাল চায় না তারা দূর্নীতি করবেই। আপনারা অভিজ্ঞ। আপনারা জানেন কিভাবে কাজ করলে বাংলাদেশ জেল ভাল চলবে। আমাদের জীবন চলে যাবে কিন্তু এই বাহিনীর সুনাম নষ্ট হতে দিব না। এখানে আমাদের কর্মকান্ডের জন্য সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন কারাগার হবে সংশোধনাগার। তার এই অভিপ্রায় বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা যখন চাকুরিতে ঢুকেছি তখন শপথ নিয়ে ঢুকেছি। আপনাদের বার বার বলেছি আপনার দায়িত্ব সততা এবং নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। আমি কষ্ট পাই যখন ২/১ জন কর্মকর্তার জন্য অসম্মান বয়ে আনে। Lawful কমান্ড বলে একটা কথা আছে। আমি কিন্তু আপনাদের কোন Unlawful কমান্ড করি নাই। আজকে আপনাদের Upgradation নিয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কথা বলার কথা। কিন্তু আজ আমরা কি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছি। কাশিমপুর কারাগারে যে ঘটনা ঘটেছে তাতে আমরা কতটা অসম্মানিত হয়েছি। দেখা-সাক্ষাতের কোন অনুমতি নাই। তারপরও হচ্ছে। আপনারা যারা কাজ করছেন আপনারা যদি এই বিষয় আমলে না নেন তার জবাবদিহি আপনাদেরকে নিতে হবে। আপনার ঘর আপনাকেই সামলাতে হবে। আমাদের মাঝে কেউ যদি কোন অনিয়ম বা অন্যায় কাজে জড়িত হয় তাহলে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। একটা বিষয় কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এ যা হয়েছে তা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়েছে।

একটা Video Clip আমাদের সমস্ত মান সম্মান ধুলিসাৎ করে দিয়েছে। একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। যা ঘটেছে তা প্রমান হবে এবং শাস্তি নিশ্চিত করবো। এ ধরনের কাজ কোনোভাবে কাম্য নয়। Video ফুটেজ কিভাবে Media পেল। তথ্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে না পারলে বন্দি নিরাপত্তা কিভাবে দিবেন। এই বিষয়গুলি আপনাদের গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। আপনি যদি মনে করেন আমার অধীনস্থ ভুল করেছেন আমার কি, তাহলে জেল সুপার এর কি কাজ। তার কাজ কি শুধু বেতন ভাতা নেয়া? প্রত্যেকটা লেভেলে একটা কমান্ড থাকবে। আমরা একটি শৃঙ্খল বাহিনী। আমাদের শৃঙ্খলা মানতে হবে। যার যার অন্যয়ের জন্য শাস্তি পেতে হবে এবং অবজ্ঞা করার সুযোগ নেই। আমরা যদি সংশোধিত না হই তাহলে বন্দিদের কিভাবে সংশোধন করবো। আপনি যদি অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করেন তাহলে মানুষ আপনাকে ধিক্কার দিবে।আপনারা যদি আমার সরলতাকে দূর্বলতা মনে করেন তাহলে ভুল করবেন।

আমি আপনাদের অনুরোধ করছি আপনারা নিয়মিত কারাগার পরিদর্শন করেন। বন্দিদের কোন চাহিদা আছে কিনা এবং সরকারের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে কিনা। জেলারের বাসা গেটের উপরে রাখা হয় যাতে তিনি সার্বক্ষনিক তদারকি করতে পারেন। কাশিমপুরে যে ঘটনা ঘটেছে এবং এর পিছনে যদি কেউ জড়িত থাকে তার কি সম্মান থাকবে? আমি জানি অনেকই পেশাগতভাবে ভাল। অনেকেই লোভে পড়ে ভুল করে থাকেন। দেখা-সাক্ষাৎ এর নামে যে নোংরামির কথা শুনছি তা কোন ভাবেই মেনে নেয়া যায় না। আপনার সম্মান আপনাকে রক্ষা করতে হবে। ডেপুটি জেলারদের সাথে কথা বলেছি। তারা কারাগারের ভিতরে নিয়মিত পরিদর্শন করবেন। কিছু বিপথগামী বাংলাদেশ জেলকে পিছনে ঠেলে দিচ্ছে।

জেলারদের অনুরোধ করছি শুধু চেয়ারে বসে থাকবেন না। কারা উপ মহাপরিদর্শকদেরকে বলছি নিয়মিত কারাগার পরিদর্শন করেন। আপনাদের অনেক দায়িত্ব আছে। যে আদেশটাপ্রাপ্ত হই তা Lawful কিনা তা যাচাই করতে হবে।
কারা বিধি সম্পর্কে আপনারা বেশি জানেন। আপনারা আমাকে পরামর্শ দিবেন। আপনার কোন সমস্যা থাকলে আপনার উর্ধ্বতন আছে তাকে জানাতে পারেন। আমি সব সময় আপনাদের সাথে আছি। আমি বাংলাদেশ জেলের একজন সদস্য হিসেবে কাজ করতে চাই এবং আপনাদের সাথে নিয়ে। আপনারা চেষ্টা করেন ভালভাবে কাজ করতে। আপনারা যদি আমাকে অসম্মান করেন, সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করেন তাহলে আমি বাধ্য হবো আপনাকে অসম্মান করতে। আমরা নিজেরা সংশোধিত হবো এবং বন্দিদের সংশোধন করবো, তাহলেই সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জল হবে। আমি মাত্র ৩ মাস হয় কারা বিভাগে যোগদান করেছি। অনেক আশা নিয়ে যোগদান করেছি এবং সফলতা নিয়ে কাজ করে যেতে চাই। আমরা একজন বিচক্ষণ মন্ত্রী পেয়েছি। কারা উপ মহাপরিদর্শকগণ যেভাবে পরিদর্শন করার কথা তা হচ্ছে না। আজকে অনেক কস্ট নিয়ে কথা বলছি। আপনারা সঠিকভাবে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। করোনা পরিস্থিতি ভালো হলে আপনাদের নিয়ে সরাসরি সম্মেলন করবো। সবাইকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানিয়ে সামগ্রিক বিষয় নিয়ে যদি কারো কোনো বক্তব্য থাকে তা উপস্থাপনের অনুরোধ জানিয়ে কারা মহাপরিদর্শক তার বক্তব্য শেষ করেন:-

১। জেল সুপার, মোঃ নেছার আলম: কাশিমপুরে যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এটা দ্বন্দের কারনে আজকে মিডিয়ার কাছে চলে গেছে। সকল অফিসার সমন্বয় রেখে কাজ করলে এ ঘটনা এড়ানো সম্ভব। কারা বিধিতে দেখা সাক্ষাতের যে অনুমতি রয়েছে তা যথাযথভাবে মানতে হবে। কারাগারে যে গোয়েন্দা রয়েছে তারা সঠিক তথ্য দিতে পারে নাই। কোন সমন্বয়ের অভাব থাকলে কারা উপ মহাপরিদর্শকগণ তা পরিদর্শন করে দেখতে পারেন। কারাগারে অফিসারদের পদ সংখ্যা বাড়াতে হবে।

কারা মহাপরিদর্শক: আমরা ইউনিফর্ম পড়েছি। আমাদের এর মান রক্ষা করতে হবে। আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। আমরা একজন আরেকজনকে হেয় করবো না। যদি কেহ এই অপরাধে জড়িত হয়ে পড়েন তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। প্রথমে আমাদের মন মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে।

২। জেল সুপার, মোঃ রফিকুল কাদের: সম্প্রতি যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য ব্যথিত। আপনি যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা মেনে চলবো। আমাদের ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। আমরা যা চিন্তা করি তা বাস্তবায়ন করি না। কর্মকর্তা মূল্যায়ন না করে যদি ভুল জায়গায় পদায়ন করা হয় তাহলে জটিলতা দেখা দেয়। আমাদের মধ্যে অনেকেই চলতি দায়িত্ব আছেন এবং আমাদের নিয়মিত কর্মকর্তার অভাব রয়েছে। আমরা চাই আপনার নেতৃত্বে কারা বিভাগ এগিয়ে যাক। বন্দিদের দেখা-সাক্ষাৎ সচিব মহোদয়ের সাথে কথা বলে কিভাবে চালু করা যায় তার অনুরোধ জানান।

কারা মহাপরিদর্শক: দেখা-সাক্ষাৎ চালু করলে অনেক সমস্যার সমাধান হবে। একটি নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিয়ে ফেব্রুয়ারি/মার্চ এর মধ্যে চালু করতে পারি। ইতিমধ্যে বদলি এবং পদায়নের জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। কিছু সংশোধনের কাজ চলছে। আশা করি আপনাদের চলতি দায়িত্ব তুলে দিতে পারবো। সবাই যাতে প্রশিক্ষিত হতে পারে তার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কাশিমপুরের ঘটনায় আমি আবার শূন্য থেকে শুরু করছি। আমরা যদি ভুল না করি তাহলে আমাদের অতীত নিয়ে কেউ টানাটানি করে না। আপনারা যদি আমাকে সহযোগিতা করেন তাহলে বাংলাদেশ জেলকে একটা সম্মান জনক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো।

৩। সিনিয়র জেল সুপার (চলতি দায়িত্ব), মোঃ গিয়াস উদ্দিন: স্যার আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদের কারা বিভাগকে Own করার জন্য। আপনি সততা এবং আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করতে বলেছেন তা পালন করবো। আমরা কারা বিধি অনুসরন করে কাজ করে যাব।

কারা মহাপরিদর্শক: ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা যদি পরবর্তী প্রজন্মকে ভাল একটা জায়গা তৈরি করে দিতে পারি। বাংলাদেশ জেল যেন গর্ব নিয়ে কথা বলতে পারে। আমাদের একটা আস্থার জায়গা সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের নিজেদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে।

৪। সিনিয়র জেল সুপার (ভারপ্রাপ্ত) সুভাষ কুমার ঘোষ: আসলে বারবারই কারা বিভাগে দূর্ঘটনা ঘটেছে। গত ৩/ সাড়ে তিন বছর যাবৎ কারা বিভাগের খারাপ অবস্থা যাচ্ছে। কাশিমপুরের ঘটনায় মিডিয়া যেভাবে প্রচারিত হচ্ছে তা কাঙ্খিত না। আমরা সম্মানের জন্য চাকুরি করতে এসেছি। আমরা যদি এখনো সজাগ না হই তাহলে এখনো যে মান সম্মান রয়েছে তাও থাকবে না। সবাইকে মিলেমিশে কাজ করার অনুরোধ জানান।

কারা মহাপরিদর্শক: ধন্যবাদ আপনাকে। মিডিয়া আমাদের Negative বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করবে। এই Video Clip টা আমাদের CC TV হতে কেউ না কেউ বাহিরে দিয়েছেন। এটা তদান্তে প্রমাণিত হবে। আর আমি নিশ্চিত করবো এই কাজে যে জড়িত সে যেন উপযুক্ত শাস্তি পায়। ছোট ছোট অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে পারলে বড় অপরাধ করার সাহস পায় না। আপনারা যদি আমাকে সহযোগিতা করেন তাহলে এ ধরনের ঘটনা এড়ানো সম্ভব।

৫। সিনিয়র জেল সুপার, শাহজাহান আহমেদ: স্যার আপনি আমাদের বিভাগকে নিজের মতো করে নিয়েছেন এইজন্য ধন্যবাদ। কাশিমপুরে যে ঘটনা ঘটেছে তা ঘৃনাভবে প্রত্যাখ্যান করছি। গুরুত্বপূর্ণ কারাগারগুলো যদি CC TV এর মাধ্যমে মনিটরের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ভালো হবে। কুমিল্লা কারাগারে অনেক জনবলের ঘাটতি রয়েছে বা শূন্য আছে।

কারা মহাপরিদর্শক: ধন্যবাদ। আমি এ সপ্তাহে কুমিল্লা কারাগার পরিদর্শন করতে পারি। জনবলের যে সমস্যার কথা বলেছেন তার দেনদরবার করা হচ্ছে। তবে রাতারাতি পরিবর্তন এনে দেয়া যাবে না। একটা জেল একজন জেলারকে সার্বক্ষণিক তদারকির করার কথা। জেলার এর নলেজ এর বাইরে কোন ঘটনা হবার কথা না। আমরা নিয়ম বর্হিভূত কোন কাজ করবো না।

৬। জেল সুপার, নূরশেদ আহমেদ ভূইয়া: আমি ছুটিতে আছি। তারপরও আপনার নির্দেশনা শুনছি। আমরা প্রত্যেকে যদি সুচারুভাবে দায়িত্ব পালন করি তাহলে এ ধরনের কোন ঘটনা হবার কথা না। সবাই যদি একই প্লাট ফর্মে কাজ করতে পারি তাহলে অবশ্যই সফলতা আসবে।

কারা মহাপরিদর্শক: আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ছুটিতে থাকার পরও আমাদের সভায় যোগদান করেছেন। আপনারা যারা আমার নির্দেশনা শুনেছেন তারা তাদের অধিনস্থদের কাছে উপস্থাপন করবেন। আমাদের কথা শুনে যদি সকলে সততা নিয়ে কাজ করেন তাহলে আমি সফল হবো। আমাদের ইমেজ ধরে রাখতে চাইলে আমাদের আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে।

৭। সিনিয়র জেল সুপার (চলতি দায়িত্ব) মোঃ শফিকুল ইসলাম খান: আমাদের আন্তরিকতার কোন অভাব নেই। আমাদের মধ্যে যে ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে তা যদি আজ থেকেই দূর করতে পারি তাহলে ভালো হবে।

কারা মহাপরিদর্শক: ধন্যবাদ আপনাকে। আপনাদের চাওয়া পাওয়া কথা জানার জন্যই আজকের এই সভা আহবান করেছি।

৮। সিনিয়র জেল সুপার (চলতি দায়িত্ব) সুব্রত কুমার বালা: আপনার দিক নির্দেশনা বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। আমরা যদি সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে পারি। দেখা-সাক্ষাতে যদি টাকা পয়সা না নেয়া হয় তাহলে আমাদের ভাবমূর্তি ফিরে আসবে।

কারা মহাপরিদর্শক: আপনাকে ধন্যবাদ। আমি সকলকে মনে করে দিতে চাই আমাদেরকে আমরা কোন পর্যায়ে নিতে চাই। আমাদের যেন এ ধরনের কথা শুনতে না হয়। নিয়ম-নীতি যদি আমাদের মাথায় থাকে তাহলে এ ঘটনা এড়ানো সম্ভব।

সিনিয়র জেল সুপার (ভারপ্রাপ্ত), আমিরুল ইসলাম: ধন্যবাদ স্যার। আপনার কথা শুনেছি। আমি এককথায় বলি আমি আশাবাদী।

কারা মহাপরিদর্শক: ধন্যবাদ আপনি যে আশার কথা শুনিয়েছেন।

৯। সিনিয়র জেল সুপার (চলতি দায়িত্ব), ইকবাল কবির চৌধুরী: স্যার বলার কোন ভাষা নেই। আমাদের এখন আত্মসুদ্ধি করার কথা। পরিবারের ১জন সদস্যের মন্তব্য শুধু আল্লাই পারেন আমাদের রক্ষা করতে।

কারা মহাপরিদর্শক: ধন্যবাদ। আমাদের দায়বদ্ধতা কোথায় তা নিরুপন করতে হবে। অন্যায় করার পর যদি উপলব্ধি না হয় তাহলে কিছু করার থাকে না। আমরা যদি নিজেকে সংশোধন না করি। তাহলে আমাদের ব্যর্থতা থেকেই যাবে।

১০। সিনিয়র জেল সুপার (চলতি দায়িত্ব) প্রশান্ত কুমার বণিক: ধন্যবাদ। কাশিমপুরে যে ঘটনা তার গভীরে যাই তাহলে কিভাবে এ ঘটনা ভাইরাল হয়েছে। চেইন অব কমান্ড ব্রেক হলে কি করার তা জেল কোডে উল্লেখ আছে। আমাদের অনেক অফিসারের সাথে মিডিয়ার কানেকশন আছে। কাশিমপুর ঘটনা নিয়ে আমাদের ১টি প্রেস ব্রিফিং দরকার ছিল।

কারা মহাপরিদর্শক: ধন্যবাদ। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। আমি যদি এখন প্রেস ব্রিফিং করতে চাই তাহলে আরো কথা শুনতে হবে। করোনা পরিস্থিতির কারনে সরকার দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করতে পারে। কিন্তু আপনি যে প্রক্রিয়ায় করেছেন তা বিধি সম্মত হয়নি। দেখা-সাক্ষাৎ এ কোন বিনিময় হয় কিনা তা তদারকি করতে হবে।

১১। সিনিয়র জেল সুপার (ভারপ্রাপ্ত) মুহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন: অধিদপ্তরে কাজ করেছি। রাত ৯ টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়েছে। দেখা-সাক্ষাৎ হতে পারে কিন্তু কোন বিনিময় হবে না। সিলেট এর বিষয়ে আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি কোন সমস্যা হবে না।

কারা মহাপরিদর্শক: ধন্যবাদ আপনাকে। দেখা-সাক্ষাৎ বিষয়ে আমি সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কথা বলেছি। আমরা এমন কিছু করবো না যাতে আমাদের বিব্রত হতে হয়। আমরা ভুল থেকে শিক্ষা নিতে চাই।

১২। জেল সুপার, জাকের হোসেন: স্যার আপনার আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের সব কারাগারের সমস্যা একই ধরনের না। বন্দিদের এবং কারারক্ষিদের ম্যানেজ করতে হয়। বন্দিদের নিয়ন্ত্রন সহজ হলেও কারারক্ষি ম্যানেজ সহজ না। কারারক্ষিরা ভুল তথ্য দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করেন। অতীতে পোস্টিং এর বিষয়ে সিনিয়রিটি বিবেচনায় আনা হতো। কাশিমপুরে যে ঘটনা দেখেছি তা কাঙ্খিত না। আমরা যদি বিধি-বিধান মানতে পারি তাহলে এধরনের ঘটনা এড়ানো সম্ভব।

কারা মহাপরিদর্শক: ধন্যবাদ। বদলি ও পদায়ন নিয়ে আমাদের মধ্যে যে দ্বিধা-দ্বন্ধ রয়েছে তা স্পষ্ট করার জন্য কারা উপ মহাপরিদর্শকগণদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

১৩। জেলার, দেবদুলাল কর্মকার: এতক্ষন আপনার দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য শুনেছি। আমাদের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। আপনার নির্দেশনা মেনে চলবো।

কারা মহাপরিদর্শক: ধন্যবাদ। আমরা যেহেতু অনেকেই পথ হারিয়ে ফেলছি। আমি চাচ্ছি তাদেরকে ফেরৎ আনতে। একেক জেলের সমস্যা একেক রকম এবং সমাধানও একেক রকম। কারারক্ষি যদি শৃঙ্খলার বাহিরে কাজ করে আপনি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন।

১৪। জেলার, জান্নাতুল ফরহাদ: জেল সুপার এবং জেলার এর দ্বন্ধ মিটাতে চাই। সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে সমাধানের বিষয়ে অনুরোধ জানান।

কারা মহাপরিদর্শক: ধন্যবাদ। আপনার বক্তব্য স্পষ্ট হচ্ছে জেলার এবং সুপারের কার্যপরিধি নির্ধারণ। কিন্তু সেটা আমাদের জেল কোডে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। কারা উপ মহাপরিদর্শকগণ যদি নিয়মিত কারাগার পরিদর্শন করেন এবং এই ধরনের সমস্যা মিটাতে পারেন। প্রয়োজন হলে আমার সহযোগিতা নিতে পারেন। Video ফুটেজ কোনভাবেই যেন বাহিরে না যেতে পারে তা লক্ষ্য রাখতে হবে। কোন CCTV নস্ট থাকলে তা ঠিক করতে হবে। CCTV এর গোপনীয়তা এবং সংরক্ষণ যথাযথভাবে করতে হবে। নিরাপত্তার জন্য দায়িত্ব কারাগারে জেলার এবং সুপারের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোন প্রকার শিথিলতা গ্রহণ করা হবে না।

১৫। জেলার, তুহিন কান্তি খান: আমার এখানে সিনিয়র জেল সুপার নেই। তাই আমি আপনার সব সভায় যোগদান করি। এই কারাগার অনেক পুরতান এবং জরাজীর্ণ। কারা উপ মহাপরিদর্শক ছগির স্যার এর নির্দেশনায় কারাগার পরিচালনা করি। এখানে ১০৬জন ফাঁসির আসামি রয়েছে। এখানে দায়িত্ব পালনকালে অনেক হুমকির সম্মুখীন হই।

কারা মহাপরিদর্শক: ধন্যবাদ। চাকুরিতে বাধা বিঘ্ন থাকবে। ক্যান্টিনে সুযোগ সুবিধা রয়েছে। তাই বলে এখানে বন্দি হঠাৎ করে হাঁস খেতে চাইলেই টাকার লোভে তা কি আমি দিয়ে দিবো তা দেখতে হবে।

১৬। জেলার, আসাদুর রহমান: দীর্ঘ ৩/৪ বছর যাবৎ আমাদের যে যে সমস্যা হয়েছে তা Findout করে সমাধান করা দরকার। শৃঙ্খলার বিষয়টি মাথায় রেখে প্রশিক্ষণ সূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

কারা মহাপরিদর্শক: ধন্যবাদ। প্রশিক্ষনই হচ্ছে সর্বোত্তম কল্যাণ। আমি যদি প্রশিক্ষিত না হই তাহলে আমি অপ্রশিক্ষিতই থেকে যাব। অনেক কারারক্ষি মৌলিক প্রশিক্ষণ ছাড়া ডিউটি করছে। এটা কোন হিসাবের মধ্যে নেই। নতুন ডেপুটি জেলাররা কোন প্রশিক্ষণ না নিয়েই ডিউটি করছেন। তাই দ্রুততম সময়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিচ্ছি।

করোনা পরিস্থিতির মোকাবিলা করে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রশিক্ষনের জন্য আপনাদের কি প্রয়োজন তা পরামর্শ দেন। এ বিষয়ে কোন লজিস্টিক প্রয়োজন হলে তা নিশ্চিত করা হবে। ডেপুটি জেলার প্রত্যেক দিন ২/৩ বার কারাগার পরিদর্শন করবে। নিয়মিত পরির্দন করা হলে কারারক্ষির সাহস থাকবে না ডিউটি ছেড়ে অন্য জায়গায় বসে থাকবে। কারা বিধিতে বর্ণিত চার্টার অব ডিউটিজ নিতে হবে।

১৭। ডেপুটি জেলার, আখেরুল ইসলাম: কারা বিভাগের ১টি মিডিয়া সেল থাকা উচিৎ বলে অনুরোধ জানান।

কারা মহাপরিদর্শক: ধন্যবাদ। আসলেই কারা বিভাগের ১টি মিডিয়া সেল থাকা উচিৎ। আমি যোগদানের পর দেখেছি কারা অধিদপ্তরের জনবলে ঘাটতি রয়েছে। কর্মকর্তা খুবই কম। আমাদের PIU ঢেলে সাজানোর সময় এসেছে। আপনারা অনেকে সঠিক তথ্য আমার কাছে আসতে দিচ্ছেন না। কাশিমপুরের ঘটনা যদি PIU আমাকে সঠিকভাবে জানাতো তাহলে মিডিয়ায় এভাবে অপপ্রচার হতো না। কিন্তু বিভিন্নভাবে আপনারা তাদেরকে হস্তগত করে সঠিক তথ্য আসতে দেন না।

কারা উপ মহাপরিদর্শকগণ স্ব স্ব বিভাগে যেয়ে কথা বলবেন।

আলোচ্যসূচি:-২

১। কক্সবাজার জেলা কারাগারের আবাসন: সুপার এর বাসা এর ২টি ফ্লোর বর্ধিত করা যায়। (১০০০ বর্গফুটের বাসা) কারা উপ মহাপরিদর্শক এবং অন্যান্য স্টাফ ঘুরতে গেলে থাকার ১টি স্থান থাকবে। সকল কারা উপ মহাপরিদর্শকগণ একমত পোষন করেন। ফার্নিচার ঢাকা হতে ক্রয় করে দেয়া হবে। AIG (Development) ১জন Architect এর সাথে কথা বলে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব কারা মহাপরিদর্শক এর নিকট উপস্থাপন করবেন।

২। ঔষধের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন: DIG গণ তদারকি করবেন।

৩। কারারক্ষিদের (মৃত্যু) কল্যানে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যায়: তাদের পরিবারের সদস্যদের কারাগারের কোন স্কুলে চাকুরি এবং সন্তানদের স্কুলে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ করে দেয়া যায় কিনা এ বিষয়ে DIG গণ চিন্তা করবেন।

৪। জিপিএফ এর টাকা কিস্তি পরিশোধ সংক্রান্ত: সরকারি নিয়ম মেনে চলতে হবে।

৫। কাপকস বিষয়ে আলোচনা: DIG গণ দেখবেন।

৬। কল্যান ট্রাস্ট: Next মিটিং এ কল্যাণ ট্রাস্ট এবং পরিবার নিরাপত্তা প্রকল্পের পলিসি নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং কি কি করণীয় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। ক্যান্টিনের মাসিক অডিট প্রতিবেদন আমাদের কাছে পাঠাবেন। গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ক্যান্টিনের ভাড়া নির্ধারন করতে হবে। প্রতি মাসে ক্যান্টিন অডিট কমিটি দ্বারা অডিট করতে হবে। ডিআইজিগণ সুপারভাইজড করবেন। নীতিমালা অনুযায়ী অডিট করতে হবে এবং DIG গণ প্রতিমাসে Report কারা অধিদপ্তরে প্রেরন করবেন।

৭। বাংলা নববর্ষ উদযাপন: ফেব্রুয়ারিতে উৎসব পালন করা করা হবে।

৮। গমের পরিবর্তে আটা: DIG গণ নিজেরা দেখবেন এবং ফিল্ড এর মতামত নেয়া যেতে পারে। ১টি মেশিন বসাতে (কারাগার ভিত্তিক) কি পরিমাণ খরচ হবে তা দেখার জন্য DIG গণকে বলা হয়।

৯। নিয়োগ বিধি: খসড়া নিয়োগ বিধি উপস্থাপন করার জন্য বলা হয়।

কারা মহাপরিদর্শক সমাপনী বক্তব্যে সকলকে Zoom Apps এর মাধ্যমে সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আপনারা সবকিছু জানেন এবং বুঝেন, সামনে এগুতে হলে বাস্তবতা বুঝে কাজ করতে হবে। আমরা অনেক পিছনে পড়ে আছি। নিজেদের মাঝে নৈতিকতাবোধ দৃঢ় করে হারানোগৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। কারা বিভাগের ভাবমূর্তি ধরে রাখতে হলে আমাদেরকে ঘুরে দাড়াতে হবে| আমরা আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী নই। নিজেদের মাঝে ঐক্যতা নেই। ব্যক্তিগত দ্বন্দ পরিহার করতে হবে। ভালো কাজের জন্য পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার করা হবে মর্মে সকলকে সাবধান করে দেয়া হয়।

পরিশেষে সরকারের ভাবমুর্তি রক্ষার্থে সকলকে অত্যন্ত নিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা ও সততার সাথে প্রশাসন পরিচালনার পরামর্শ দিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

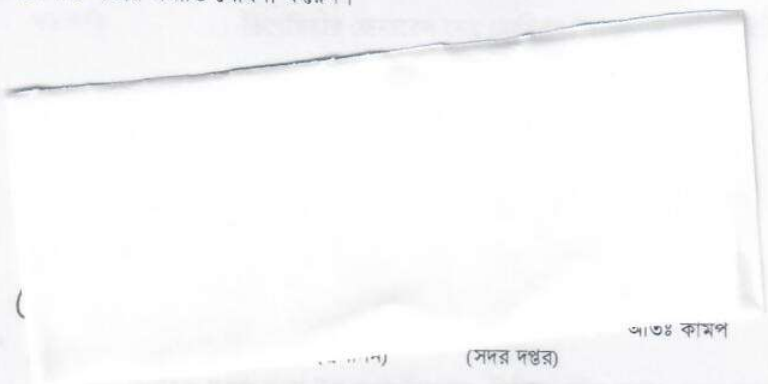

মোঃ মোমিনুর রহমান মামুন
২৪.২.২০২১
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
কারা মহাপরিদর্শক
বাংলাদেশ, ঢাকা
ফোন: ৫৭৩০০৪৪৪ (দপ্তর)
ig@prison.gov.bd

(সদর দপ্তর)

পত্র নং-৫৮.০৪.০০০০.০২২.১২.০০১.২০২১-২৫৭ (৯৬) তারিখঃ ফাল্গুন ১৪২৭ / ফেব্রুয়ারি ২০২১

অনুলিপি অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

১। কারা উপ-মহাপরিদর্শক, সকল বিভাগ, সকল সদর দপ্তর।
২। সিনিয়র জেল সুপার/জেল সুপার, সকল কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগার।
৩। সহকারি কারা মহাপরিদর্শক (সকল), কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। পরিচালক ইনচার্জ, কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১/২ পরিসংখ্যানবিদ/বাজেট অফিসার/স্টাফ অফিসার কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রিজন ইন্টেলিজেন্স ইউনিট/আইসিটি সেল, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। শাখা প্রধান, সকল শাখা, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮। কারা মহাপরিদর্শক/অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক/কারা উপ মহাপরিদর্শক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারি, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা। বিষয়টি কারা মহাপরিদর্শক/অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক/কারা উপ মহাপরিদর্শক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য
৯। গার্ড ফাইল।

২৪/০২/২০২১
(মোঃ মাইন উদ্দিন ভূঁইয়া)
বিজে-০১৮৫১২০০৫৪১
সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশাসন)
পক্ষে-কারা মহাপরিদর্শক
ফোন:৫৭৩০০৪৪৪ (দপ্তর)
aig.adm@prison.gov.bd